

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হিব্বুত তাহরীর, সংগঠনের দুইজন মহিলা সদস্যকে গ্রেফতার, রিমান্ড, নির্যাতন ও কারাগারে প্রেরণের প্রতিবাদে আজ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে

হিব্বুত তাহরীর-এর নেতা-কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ আজ দুপুর ১২টায় সুপ্রীম কোর্টের মূল ফটকের সামনে সমবেত হয়ে গত রবিবার, ৩০ আগস্ট (২০১৫) গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি) কর্তৃক সংগঠনের দুইজন মহিলা সদস্যকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করে। গ্রেফতারের পর নিরলঙ্ক গোয়েন্দা সংস্থা সম্মানিত বোনদের গত ১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার দুই দিনের রিমান্ডে নেয় এবং তাদেরকে সেখানে নির্মমভাবে পেটায়; একজন বোনকে এমনভাবে পেটানো হয়েছে যে, একপর্যায়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত বারতে থাকে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এতদসঙ্গেও নির্দয় ডিবি কর্মকর্তারা তাদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ না করে গত শুক্রবার, ০৪ সেপ্টেম্বর কোর্টে প্রেরণ করে এবং বিচারক তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। হে আল্লাহ! নিষ্ঠাবান এসব মুসলিম বোনদের উপর এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য যারা যারা দায়ী তাদের প্রত্যেককে আপনি ধ্বংস করে দিন, এই জঘন্য অপরাধের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করুন, কাউকে ছাড় দেবেন না এবং আপনি তাদের প্রতি কঠোর হন:

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)

“নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।” [আল-বুরূজ: ১২]

হে বিচারকবৃন্দ!

আমাদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ আদালতের সামনে সমবেত হয়েছে শুধু আপনাদেরকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, হে বিচারকবৃন্দ! মনে রাখবেন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা হচ্ছেন সকল বিচারকদের বিচারক, একদিন তাঁর বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকেও দাড়াতে হবে। তিনি (সুবহানাছ ওয়া তা'আলা) আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনারা তাঁর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্যকোন বিধান দ্বারা শাসন না করেন, এবং বিচারের সময় অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন:

(وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

“...এবং যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।” [আন-নিসা: ৫৮]

তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন, যার দ্বারা আপনারা ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারী ও খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মী, হিব্বুত তাহরীর-এর পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, না সেটা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা হতে গৃহিত, আর না তার সাথে ন্যায়বিচারের নূন্যতম কোন সম্পর্ক আছে। বরং সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দালাল সরকার কর্তৃক প্রণীত, যা নিষ্ঠাবান মুসলিমদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে মার্কিন এবং তার মিত্রদের নির্দেশনায় জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে আপনারা সম্পূর্ণই অবগত আছেন। তাই আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই, এই বাস্তবতা জানার পরও আর অন্ধ থাকবেন না, এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা'র নির্দেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন না। তাছাড়া, আপনারা বিচারক হিসেবে নিজেদের জন্য যে সম্মান দাবি করেন, আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই, একটু চিন্তা করুন ও ভেবে দেখুন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানিত উম্মাহ্-র নিষ্ঠাবান কন্যাদের যালিমের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার মধ্যে কোন সম্মান লুকায়িত আছে। একবার ভেবে দেখুন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁতাতকারী হিসাবে পরিচিত হওয়ার মধ্যে কোন মর্যাদা লুকায়িত আছে। এবং পরিশেষে আহ্বান জানাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন,

“তিন প্রকারের বিচারক রয়েছে, যাদের একপ্রকার যাবে জান্নাতে এবং বাকি দুইটি জাহান্নামে। জান্নাতে প্রবেশকারী বিচারক হবে সেই ব্যক্তি যে সত্য জানে এবং তদনুযায়ী রায় প্রদান করে; কিন্তু যে বিচারক সত্য জেনেও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে জুলুম করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে; এবং সেই বিচারক যে কিনা অজ্ঞতার সাথে জনগণের বিচার-ফয়সালা করে সেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [আবু দাউদ]

আপনাদের প্রতি আমাদের দাবি এবং প্রত্যাশা আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন, হে বিচারকবৃন্দ - রায় প্রদানের সময় আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা'র প্রতি আনুগত্যশীল থাকবেন, ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারী ও খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর ন্যায়বিচার করবেন, এবং তাদেরকে আটক রাখার সরকারী নির্দেশকে উপেক্ষা করে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করবেন।

হিব্বুত তাহরীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

<https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2>